সংবাদ

তারিখ 18 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৭ বছরে ৪টি ওয়েবসাইট উদ্বোধন : সবক'টি অকেজো

চট্টগ্রাম ব্যুরো

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে ঠিক তখনই দেশের অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে তার উল্টো পথে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি ওয়েবসাইটের সবগুলোই বর্তমানে অকেজো হয়ে রয়েছে।

একজন ওয়েভ মাস্টারের (তথ্যপ্রযুক্তিবিদ) অভাব, প্রতিনিয়ত আপডেট এবং এগুলোকে চালু রাখতে একটি শক্তিশালী জেনারেটরের অভাবে কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ওয়েবসাইটটি দিনের পর দিন রয়েছে নিষ্ক্রিয়ভাবে। যদিও এইসব ওয়েবসাইটের নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে ওয়েবসাইটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে চবির আইটি অনুষদকে দায়িত্ব দেয়া হলেও তারা এ ওয়েবসাইটগুলো আপডেট না করে ফেলে রেখেছে বলে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা অভিযোগ করেন।

২০০০ সাল পর্যন্ত তৎকালীন চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. এমএ মান্নানের সময় থেকে চবির জন্য একটি আলাদা ওয়েবসাইট খোলা হলেও পরে তা পাল্টে ফেলা হয়। পরে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে যে ক'জন উপাচার্য নিয়োগ পান তারা প্রত্যেকেই তৈরি করেন একটি করে ওয়েবসাইট। সর্বশেষ প্রফেসর ড. এজেএম নুরুদ্দিন চৌধুরীও আলাদাভাবে একটি ওয়েবসাইট চালু করেন। এভাবে সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল মান্নানের পর থেকে চবিতে কয়েক লাখ

অকেজো : পৃঃ ১১ কঃ ১

অকেজো : ওয়েবসাইট

(১২ পৃষ্ঠার পর)

টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয় ৪টি ওয়েবসাইট। তবে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম চবির বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, অনুষদের ল্যাব এবং বিভাগগুলোর সব কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ চালু করেছেন।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. এমএ মান্নান সর্বপ্রথম এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলার উদ্যোগ নেন। সূত্র জানায়, প্রায় আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে তিনি 'http://www.ctgu.edu' নামের একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে একেবারেই অকেজো হয়ে পড়ে ওয়েবসাইটটি। সে সময় অর্থের অভাবে কর্তৃপক্ষ চালু করতে পারেনি কোন সার্ভার।

এদিকে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মূলত দুর্নীতির চরম শিখরে পৌঁছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এসময় চবি কর্তৃপক্ষ সব কিছু নিয়েই দুর্নীতি শুরু করে। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি তথ্যপ্রযুক্তির দিকটিও। এ সময় সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এজেএম নুরুদ্দিন চৌধুরী প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি করেন আরও দুটি ওয়েবসাইট। তার মধ্যে একটি হলো 'http://www.dns2.ctgu.edu' এবং অন্যটি 'http://www.cu.ac.bd'। কিন্তু ওই তৈরি পর্যন্তই থেকে যায় ওয়েবসাইট দুটি। এরপর আর কোন ধরনের আপডেট করা হয়নি। এ দুটি ওয়েবসাইটের মধ্যে প্রথমটি আদৌ তৈরি করা হয়েছিল কি না তা নিয়েও ব্যাপক সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ ওয়েবসাইটটি বেশ কয়েকবার খোলার চেষ্টা করলেও তা খোলেনি। সূত্র জানায়, প্রথম ওয়েবসাইটটি তৈরির সময় প্রায় ১০ লাখ টাকার বাজেট পাস করা হয়। অভিযোগ উঠেছে, এ ১০ লাখ টাকার পুরোটাই দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছে তৎকালীন উপাচার্য ও সংশ্লিষ্টরা। পরের ওয়েবসাইটটির ইন্টারপেইজ ওপেন হলেও লিংক পেইজগুলো ওপেন হয় না। এতে দেখা যায়, ২০০৩ সালের একাডেমিক ক্যালেন্ডার রয়েছে। এরপর থেকে কোন তথ্য আপডেট করা হয়নি। সূত্র জানায়, এটি তৈরির পর আপডেট করার জন্য রাখা হয়নি কোন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ। এছাড়াও একটি ওয়েবসাইটকে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে দরকার হয় একটি শক্তিশালী সার্ভারের। কিন্তু সেই সার্ভারও নেই চবিতে।

এ ব্যাপারে আইটি বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাহাদাত হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমরা কয়েক মাসের মধ্যে এ ওয়েবসাইটগুলো চালু করার ব্যবস্থা নেব। কিন্তু দেশের অন্যতম একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন ওয়েবসাইট অকেজো থাকবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের লোকবলের অভাব। অন্যদিকে চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম 'সংবাদ'কে বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্কিং সাইটটা শক্তিশালী করেছি। এখন ওয়েবসাইটটিও দেখতে বলেছি। তিনি বলেন, মঞ্জুরি কমিশন আমাদের লোক নিয়োগের অনুমতি দিচ্ছে না। তবে তিনি কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকায় যাচ্ছেন সেখানে এ ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।